লঞ্চের সামনে খোশমেজাজে। ছবি: প্রতিবেদক

ঝড়খালিতে লঞ্চের মুখে স্বয়ং দক্ষিণরায়

গৌতম চক্রবর্তী

সুন্দরবন, ২২ ডিসেম্বর

মহা আনন্দে নদী সাঁতরে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাচ্ছিল দক্ষিণরায়। সেই সময়ই মাঝনদীতে তার সামনে এসে পড়ে পর্যটকভর্তি লঞ্চ। চোখের সামনে মহারাজকে দেখে পর্যটকেরা আবাক। তার ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে হইচই। আর তাতেই নদী সাঁতরে গিয়ে মহারাজ থতমত খেয়ে যায়। তাই আবার পিছন দিকে নদী সাঁতরে পুরনো জঙ্গলে পালাতে বাধ্য হয়েছে দক্ষিণরায়। বুধবার সুন্দরবনের ঝড়খালির কলস দ্বীপের ঘটনা। এই ঘটনাকে ঘিরে পর্যটকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। সুন্দরবনে বেড়াতে এসে চোখের সামনে বাঘকে দেখে আনন্দে আত্মহারা পর্যটকেরা। আর বারে বারেই পর্যটকদের দক্ষিণরায় দেখা দেওয়ায় পর্যটকদের সুন্দরবনে বেড়াতে আসার আকর্ষণ বেড়ে গেছে। প্রতিবারেই শীতকালে পর্যটকেরা সুন্দরবনে বেড়াতে আসেন। তবে এবার শীতের মরশুমের শুরুতেই দক্ষিণরায় যেভাবে দেখা দিতে শুরু করছে তাতে পর্যটকেরা তার দেখা পেতে এখন থেকেই ভিড় করতে শুরু করেছেন। গত রবিবারই সুন্দরবনের পিরখালি জঙ্গলের ধারে রয়্যাল বেঙ্গলের দেখা মিলেছিল। সুন্দরবন ভ্রমণে এসে এত কাছ থেকে বাঘের দেখা পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন পর্যটকেরা। কয়েকদিন আগে ঝড়খালিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন মৎস্যজীবীরা। ঘটনায় কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। লোকালয়ে দক্ষিণরায়ের দেখা মিললে বা তার পায়ের ছাপ পাওয়া গেলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আবার জঙ্গলের ধারে মহারাজের দর্শন সুন্দরবনের পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। আর সুন্দরবনের দক্ষিণরায় এখন বেশি করে পর্যটকদের দেখা দিচ্ছে। ফলে সুন্দরবনে ঘোরার জন্য পর্যটকদের ভিড় স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ছে। কুলতলির পর্যটন ব্যবসায়ী সৌমিত্র দেবনাথ জানান, এভাবে বাঘের দেখা পাওয়া গেলে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে। পর্যটন ব্যবসাও এবার ভাল হবে।